প্রতিভাবান রাইফেল শ্যুটার দময়ন্তী সেন হাওড়ার বাড়ি থেকে বেরিয়ে রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ

নিজস্ব সংবাদদাতা,হাওড়া, ১৭ জুলাই ঃ জাতীয় দলে ট্রায়ালের সুযোগ পাওয়ার আনন্দ উৎকণ্ঠ য় পরিণত হলো! অলিম্পিয়ান জয়দীপ কর্মকারের প্রশিক্ষণাধীন রাজ্যস্তরের প্রতিভাবান রাইফেল শ্যুটার দময়ন্তী সেন (১৫) হাওড়ার বাড়ি থেকে দোকানে বেরিয়ে রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হয়ে গেলেন। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে প্রায় দেড় দিন পেরিয়ে গেলেও শুক্রবার বিকেল পর্যন্ত দময়ন্তীর খোঁজ পাওয়া যায়নি। মধ্য হাওড়ার উমাচরণ ভট্টাচার্য লেনের বাসিন্দা দময়ন্তী ছোটো থেকেই অত্যন্ত মেধাবী এবং খেলাধুলার প্রতি আগ্রহী। কয়েক দিন আগেই জাতীয় দলে ট্রায়ালের সুযোগ পেয়েছিলেন। নিয়মিত ভোর থেকে কঠোর অনুশীলনে নিজেকে ঝালিয়ে নিচ্ছিলেন কিশোরী। বাবা ধ্রুবজ্যোতি সেন জানান, মেয়ের মোবাইল ফোনটি বাড়িতেই পড়েছিল। বৃহস্পতিবার সকালে দুধ কিনতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আর ফেরেননি দময়ন্তী। দময়ন্তীর মা মৌমিতা সেন অত্যন্ত ভেঙে পড়েছেন। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে মেয়েকে খুঁজে পেতে কাতর আবেদন জানিয়েছেন তিনি। পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, নিখোঁজ ডায়েরি নথিভুক্ত করে সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। দময়ন্তীর বাবা ধ্রুবজ্যোতি সেন জানান, তাঁর মেয়ে জাতীয় দলে ট্রায়ালের সুযোগ পেয়েছে। ভালো সাফল্য পেয়েছে। প্রতিদিন সকালে মেয়ের অনুশীলন থাকে। বুধবার রাতে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়েছিল। কোনও ঝামেলা অশান্তি কিছুই হয়নি। কিন্তু তারপরেও কি ড়এমন হল বোঝা যাচ্ছেনা। এই ঘটনায় উদ্বিগ্ন গোটা পরিবার ও সতীর্থরা। ইতিমধ্যেই হাওড়া থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করা হয়েছে। সমাজ মাধ্যমে তার নিখোঁজের খবর দিয়েছেন পরিবারের লোকজন। পুলিশ গুরুত্ব সহকারেই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। পুলিশ জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার সকালে হাওড়া স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে দময়ন্তীকে দেখা যায়। স্টেশনের চার ও পাঁচ নম্বর প্ল্যাটফর্মের মাঝে তাকে দেখা যায়। শুক্রবার দময়ন্তীর বাবা ধ্রুবজ্যোতি সেন জানান, তাঁর মেয়ে জাতীয় দলে ট্রায়ালের সুযোগ পেয়েছিলেন। সফলও হয়েছেন।

প্রতিদিন সকালে মেয়ের অনুশীলন থাকে। বুধবার রাতে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়েছিলেন দময়ন্তী। মেয়ের মোবাইল তাঁর কাছেই ছিল। বাড়িতে কোনও ঝামেলা-অশান্তি হয়নি। তা সত্ত্বেও কী ভাবে দময়ন্তী নিখোঁজ হয়ে গেলেন তা বোঝা যাচ্ছে না। উদ্বিগ্ন গোটা পরিবার ও সতীর্থেরা। শহরের বিভিন্ন সিসিটিভি ফুটেজ দেখে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। এদিকে, সামাজিক মাধ্যমে পরিবারের তরফে দময়ন্তী-র মা এক বার্তায় লেখেন, বৃহস্পতিবার সকাল ১০টায় হাওড়া স্টেশনের ৪ ও ৫ নম্বর প্ল্যাটফর্মে আমার মেয়ে দময়ন্তী সেন-কে শেষবার দেখা গেছে। এরপর থেকে তাকে আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তার পরনে ছিল গোলাপি রঙের হাফ টি-শার্ট এবং হাফ প্যান্ট। যদি কোনো সহৃদয় ব্যক্তি তার সন্ধান পান বা তার সম্পর্কে কোনো তথ্য জানেন, তাহলে অনুগ্রহ করে অবিলম্বে নিচের নম্বরে যোগাযোগ করুন। অনুগ্রহ করে আমার এই পোস্টটি সোশ্যাল মিডিয়ার বিভিন্ন মাধ্যমে যত বেশি সম্ভব শেয়ার করুন, যাতে আমার মেয়ে দময়ন্তী সেন-কে দ্রুত খুঁজে পাওয়া যায় এবং সে নিরাপদে আমাদের কাছে ফিরে আসে। আপনাদের একটি শেয়ার বা সামান্য তথ্যও আমাদের জন্য অত্যন্ত মূল্যবান হতে পারে। সন্ধান পেলে অনুগ্রহ করে অবিলম্বে নিচের নম্বরে যোগাযোগ করুন। যোগাযোগঃ ৯৮০৪১৪৮৭৭৮ ৯৮০৪১৪৮৮৭৭। বাবা ধ্রুবজ্যোতি সেন আরও জানান, হাওড়া থেকে তাঁর ১৫ বছরের নিখোঁজ হওয়া মেয়ের হদিস পেতে রেলের সিসিটিভি ফুটেজ চেক করা খুবই প্রয়োজন। রেলের সিসিটিভি ফুটেজ ছাড়া সঠিক তথ্য পাওয়া যাচ্ছে না। তিনি অভিযোগ করেন, মেয়ে কোথা দিয়ে গেল কেন গেল কী করতে গেল এই সব বিষয়ে কোনও অস্বাভাবিকতা ওর ডায়েরিতে পর্যন্ত লেখা নেই। তিনি পুলিশকে এই ব্যাপারে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছেন যাতে পুলিশ বিষয়টি খতিয়ে দেখে। ২৪ ঘণ্টার অনেক বেশি সময় পার হয়ে গেলেও এখনও পর্যন্ত মেয়ের কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। শ্রীরামপুর থেকে যে ফুটেজ পাওয়া গেছে তাতেও কোনও স্পষ্ট ইঙ্গিত মেলেনি। তিনি বলন, মেয়ে অত্যন্ত সুস্থ-স্বাভাবিক। সে নিয়মিত ডায়েরি লেখে এবং সে তার বন্ধুদের সাথেও কথা বলে। কাউন্সেলিংয়ের সময়েও সে বাড়ির বা নিজের কোনও সমস্যার কথা জানায়নি। তবে এখন পরিবারের একটাই প্রশ্ন একজন জাতীয় মানের অ্যাথলিট এভাবে জনবহুল স্টেশনে কীভাবে অদৃশ্য হয়ে যেতে পারেন ? বর্তমানে হাওড়া থানার পুলিশ ঘটনাটির তদন্ত শুরু করেছে। প্রতিভাবান এই শ্যুটারের দ্রুত সন্ধান কখন মেলে এখন সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছেন সবাই।

পুরীর আদলে জয়নগরে৫৬ ভোগ বিতরণ

নিজস্ব সংবাদদাতা,জয়নগর, ১৭ জুলাই ঃ জয়নগর তিলি পাড়ায় নন্দীবাড়ির রথযাত্রা বহু প্রাচীন। রথযাত্রা মানেই শুধু জগন্নাথ, বলভদ্র ও সুভদ্রার মহারথ টানা নয়।এই মহোৎসবের আর এক বড় আকর্ষণ হল শ্রী জগন্নাথ দেবের উদ্দেশে নিবেদন করা ছাপ্পান্ন ভোগ। কৃষ্ণের সাত দিনের উপবাস থেকেই ৫৬ ভোগের সূচনা। হিন্দু পুরাণে উল্লেখ রয়েছে, মা যশোদা বালক কৃষ্ণকে দিনে আট প্রহরে আটবার আহার করাতেন। সেই সময় দেবরাজ ইন্দ্রের ক্রোধে ব্রজভূমিতে ভয়াবহ বৃষ্টি ও প্রলয়ের পরিস্থিতি তৈরি হয়। ব্রজবাসীদের রক্ষা করতে কৃষ্ণ নিজের কনিষ্ঠ আঙুলে গোবর্ধন পর্বত তুলে ধরেন। টানা সাত দিন তিনি সেই অবস্থায় থাকায় কোনও খাবার বা জল গ্রহণ করেননি। প্রলয় থেমে যাওয়ার পর কৃষ্ণ যখন গোবর্ধন পর্বত নামিয়ে রাখেন,তখন মা যশোদা ও ব্রজবাসীরা তাঁর জন্য বিশেষ ভোজের আয়োজন করেন। সাত দিনে আটবার খাবার- এই হিসেবেই ৭ স ৮ ৫৬। সেই থেকেই কৃষ্ণ তথা জগন্নাথদেবের উদ্দেশে ছাপ্পান্ন ভোগ নিবেদনের প্রথা চালু হয়েছে বলে পুরাণে বর্ণিত রয়েছে।বিষ্ণুর চার ধাম যাত্রার সঙ্গেও জড়িয়ে রয়েছে এই বিশ্বাস।আরও একটি জনপ্রিয় ধর্মীয় বিশ্বাস অনুসারে, ভগবান বিষ্ণু মর্ত্যে এসে চারটি পবিত্র ধামে পরিক্রমা করেন।

স্কুল থেকেই ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরির পাঠ, বছরে প্রশিক্ষণ পাবে ১০ হাজার পড়ুয়া

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ১৭ জুলাই ঃ ডিজিটাল অর্থনীতির ক্রমবর্ধমান চাহিদার সঙ্গে তাল মিলিয়ে দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার লক্ষ্যে নতুন উদ্যোগ নিল রাজ্যের স্কুল শিক্ষা দফতর। সরকারি স্কুলগুলিতে ‘ কনটেন্ট ক্রিয়েটর ল্যাব’ স্থাপনের পরিকল্পনা শুরু হয়েছে। প্রাথমিকভাবে নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের জন্য এই বিশেষ প্রকল্প চালু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। শিক্ষা দফতরের লক্ষ্য, প্রতি বছর প্রায় ১০ হাজার পড়ুয়াকে আধুনিক ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরির বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে ভবিষ্যতের কর্মসংস্থানের উপযোগী করে তোলা। শিক্ষা দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, এই প্রকল্পের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের শুধু কম্পিউটার ব্যবহারে সীমাবদ্ধ রাখা হবে না। বরং বর্তমান সময়ের বহুল চাহিদাসম্পন্ন বিভিন্ন ডিজিটাল প্রযুক্তি ও সৃজনশীল ক্ষেত্রে সম্পর্কে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। বিশেষ করে অ্যানিমেশন, ভিজুয়াল এফেক্টস (ভিএফএক্স), গেমিং, কমিকস এবং এক্সটেন্ডেড রিয়্যালিটির মতো বিষয়গুলিকে গুরুত্ব দিয়ে পাঠক্রম তৈরি করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। প্রযুক্তিনির্ভর এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরির বিভিন্ন কৌশল শিখতে পারবে এবং ভবিষ্যতে এই ক্ষেত্রগুলিতে উচ্চশিক্ষা কিংবা পেশাগত জীবনের জন্য নিজেদের প্রস্তুত করতে পারবে। শিক্ষা দফতরের মতে, বর্তমানে বিশ্বজুড়ে ডিজিটাল কনটেন্ট নির্মাণ শিল্প দ্রুত সম্প্রসারিত হচ্ছে। বিনোদন, শিক্ষা, বিজ্ঞাপন, তথ্যপ্রযুক্তি এবং গেমিং শিল্পে দক্ষ কনটেন্ট নির্মাতাদের চাহিদা ক্রমশ বাড়ছে। সেই বাস্তবতা মাথায় রেখেই স্কুল স্তর থেকে শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জনের সুযোগ করে দিতে এই প্রকল্পের পরিকল্পনা করা হয়েছে। একই সঙ্গে পড়ুয়াদের সৃজনশীলতা বিকাশের পাশাপাশি প্রযুক্তিনির্ভর কর্মক্ষেত্রে সম্পর্কে বাস্তব ধারণা তৈরি করাও এই উদ্যোগের অন্যতম লক্ষ্য। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য ইতিমধ্যেই বিভিন্ন সরকারি বিদ্যালয়ের তথ্যপ্রযুক্তি পরিকাঠামো খতিয়ে দেখার কাজ শুরু হয়েছে। কোন স্কুলে কী ধরনের কম্পিউটার ল্যাব রয়েছে, কতগুলি কম্পিউটার ব্যবহারযোগ্য অবস্থায় আছে, ইন্টারনেট সংযোগের মান কেমন এবং প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগত সুবিধা কতটা উপলব্ধ- সেই সমস্ত তথ্য সংগ্রহের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই বিষয়ে স্কুল শিক্ষা কমিশনার রাজ্যের বিভিন্ন জেলার জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকদের কাছে বিস্তারিত নির্দেশিকা পাঠিয়েছেন। নির্দেশ অনুযায়ী, সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়গুলিকে আগামী ২২ জুলাইয়ের মধ্যে তাদের আইসিটি ও কম্পিউটার ল্যাব সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য শিক্ষা দফতরের কাছে জমা দিতে হবে। সেই তথ্যের ভিত্তিতেই কোন কোন বিদ্যালয়ে প্রথম পর্যায়ে ‘ কনটেন্ট ক্রিয়েটর ল্যাব’ গড়ে তোলা হবে এবং কী ধরনের পরিকাঠামোগত উন্নয়ন প্রয়োজন, তা নির্ধারণ করা হবে। শিক্ষা মহলের একাংশের মতে, এই উদ্যোগ বাস্তবায়িত হলে স্কুল শিক্ষার পরিসরে প্রযুক্তিভিত্তিক ও কর্মমুখী শিক্ষার নতুন দিগন্ত খুলে যাবে। অল্প বয়স থেকেই আধুনিক ডিজিটাল প্রযুক্তির সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পাবে পড়ুয়ারা। এর ফলে ভবিষ্যতে কর্মসংস্থানের বাজারে প্রতিযোগিতামূলক দক্ষতা অর্জনের পাশাপাশি সৃজনশীল ও প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষার প্রতি তাদের আগ্রহও আরও বৃদ্ধি পাবে বলে মনে করা হচ্ছে।

জমি দুর্নীতি মামলায় সোনা পাপ্পুর বিরুদ্ধে ইডির চার্জশিট

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৭ জুলাই ঃ কসবা এলাকার বহুচর্চিত সমাজবিরোধী বিশ্বজিৎ পোদ্দার ওরফে সোনা পাপ্পুর বিরুদ্ধে জমি দুর্নীতি ও আর্থিক অনিয়মের মামলায় গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ করল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। কলকাতার নগর দায়রা আদালতের বিশেষ ইডি আদালতে তার বিরুদ্ধে প্রায় ১০০ পাতার একটি বিস্তৃত চার্জশিট জমা দিয়েছে তদন্তকারী সংস্থা। চার্জশিটে প্রায় ৩৮ কোটি টাকার আর্থিক দুর্নীতি, বেআইনি জমি দখল এবং অপরাধমূলক আর্থিক লেনদেনের অভিযোগের উল্লেখ করা হয়েছে। তদন্তকারীদের দাবি, এই মামলায় প্রায় ২০০ জন সাক্ষীর বয়ান নথিভুক্ত করা হয়েছে, যা মামলার তদন্তে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। ইডির তদন্তে উঠে এসেছে, দীর্ঘদিন ধরে কসবা এবং সংলগ্ন এলাকায় প্রভাব খাটিয়ে প্রবীণ ও অসহায় মানুষের জমি দখলের অভিযোগ রয়েছে সোনা পাপ্পুর বিরুদ্ধে। অভিযোগ, ভয়ভীতি দেখিয়ে বাজারদরের তুলনায় অনেক কম মূল্যে জমি লিখিয়ে নেওয়া হত। এরপর সেই জমিতে বেআইনিভাবে বহুতল বা অন্যান্য নির্মাণকাজ করা হতো। স্থানীয়ভাবে প্রভাব বিস্তার করতে দলবল নিয়ে এলাকায় আতঙ্ক সৃষ্টি করাই ছিল অভিযুক্তের অন্যতম কৌশল বলে তদন্তকারীদের দাবি। এই গোটা চক্রের মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ অর্থের লেনদেন হয়েছে বলেও চার্জশিটে উল্লেখ করা হয়েছে। তদন্তকারী সংস্থার অভিযোগ, এই বেআইনি কর্মকাণ্ড পরিচালনায় অভিযুক্তকে সহযোগিতা করতেন দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত প্রাক্তন পুলিশ আধিকারিক শান্তনু সিনহা বিশ্বাস। ইডির দাবি, প্রশাসনিক প্রভাব এবং স্থানীয় দাপটকে কাজে লাগিয়ে জমি দখলের কাজ আরও সহজ করে তোলা হয়েছিল। চার্জশিটে আরও উল্লেখ করা হয়েছে, এই চক্রের সঙ্গে জয় কামদার নামে আরও এক অভিযুক্তের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। তদন্তে উঠে এসেছে, জয় কামদারের সহায়তায় সোনা পাপ্পুর স্ত্রীর নামে আগ্নেয়াস্ত্রের লাইসেন্স এবং অস্ত্র সংগ্রহের প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছিল।

আগ্নেয়াস্ত্র সহ এবার গ্রেফতার গোসাবার তৃনমূল নেতা সুবিদ আলি ঢালী

নিজস্ব সংবাদদাতা, ক্যানিং, ১৭ জুলাই ঃ সঃেদশখালির শাহজাহানের পর জীবনতলার ‘ কুখ্যাত সুবিদ আলি অবশেষে গ্রেপ্তার।বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণার পরেই গা ঢাকা দিয়েছিলেন গোসাবার তৃণমূল নেতা সুবিদ আলি ঢালি ওরফে ঝড়ো।শেষ পর্যন্ত পুলিশের জালে গ্রেপ্তার এই কুখ্যাত নেতা। দক্ষিণ ২৪ পরগনার গোসাবা এলাকার ত্রাস ছিলেন তিনি।সন্দেশখালির শাহজাহান নামেও ওই তৃণমূল নেতা এলাকায় পরিচিত ছিলেন।ওই এলাকায় বিঘের পর বিঘে জমি লুট,কাটমানির টাকা তোলা-সহ একাধিক অভিযোগ রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে।শুধু তাই নয়, জোর করে হিন্দু মহিলাদের বিয়ের অভিযোগ রয়েছে ওই তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে।পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গোপন সূত্র মারফত খবর পেতেই শুরু হয় বিশেষ অভিযান।বারুইপুর পুলিশ জেলার জীবনতলা থানার ওসি ত্রিদিব মল্লিক সহ পুলিশের বিশেষ টিম বৃহস্পতিবার রাতে খাগড়া গ্রামে অভিযান চালায়।আর তাতেই পলাতক ওয়ান্টে ড সুবিদ আলি ঢালি ওরফে ঝড়ো পুলিশের জালে ধরা পড়ে যায়।

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের নতুন অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৭ জুলাইঃ শ্রী মণীশ জৈন ১৭ জুলাই, ২০২৬ তারিখে দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের আগে, শ্রী জৈন কলকাতা মেট্রো রেলওয়ের প্রধান মুখ্য নিরাপত্তা আধিকারিক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। শ্রী মণীশ জৈন ১৯৯০ ব্যাচের ’ইন্ডিয়ান রেলওয়ে সার্ভিস অফ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার্স’-এর একজন আধিকারিক। শ্রী জৈন ভারতীয় রেলওয়েতে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেছেন, যার মধ্যে রয়েছে-পূর্ব রেলওয়ের চিফ রোলিং স্টক ইঞ্জিনিয়ার (কোচিং), পূর্ব রেলওয়ের ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (হাওড়া), রেলওয়ে বোর্ডের এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টরমেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং (ফ্রেইট) ও এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টরমেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং (ট্র্যাকশন), আইআরকন (IRCON)-এর চিফ জেনারেল ম্যানেজার, কনকর (CONCOR)-এর গ্রুপ জেনারেল ম্যানেজার (টেকনিক্যাল), নয়াদিল্লির ন্যাশনাল রেল মিউজিয়ামের ডিরেক্টর ইত্যাদি।রেলওয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং এবং পরিচালন সংক্রান্ত বিষয়ে শ্রী মণীশ জৈনের গভীর জ্ঞান ও কর্ম-অভিজ্ঞতা রয়েছে। তিনি ভারত এবং বিদেশ (যেমন-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা)-এ বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেছেন। খেলাধুলা, চলচ্চিত্র এবং সঙ্গীতের প্রতি শ্রী জৈনের বিশেষ আগ্রহ রয়েছে।

দমদম বিমানবন্দরের বাঁকড়া মসজিদে নমাজের কর্মসূচি স্থগিত

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ১৭ জুলাই ঃ দমদম বিমানবন্দরের ভিতরে অবস্থিত ঐতিহ্যবাহী বাঁকড়া মসজিদকে কেন্দ্র করে শুক্রবার সকাল থেকে তৈরি হওয়া উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতির মাঝেই শেষ পর্যন্ত নমাজের কর্মসূচি স্থগিত করার কথা ঘোষণা করলেন সংখ্যালঘু নেতা সিদিকুল্লা চৌধুরী। পূর্বঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী ওই মসজিদে নমাজ আদায়ের ডাক দেওয়া হলেও, বিমানবন্দর চত্বরে পৌঁছে পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা করার পর তিনি কর্মসূচি থেকে সরে আসেন। যদিও কেন এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হল, সে বিষয়ে বিস্তারিত কোনও মন্তব্য করেননি তিনি। তবে তাঁর এই সিদ্ধান্তের পর সম্ভাব্য সংঘাতের আশঙ্কা অনেকটাই কমেছে বলে মনে করছে প্রশাসন।
এদিন সকাল থেকেই দমদম বিমানবন্দরের ৭ নম্বর গেট এবং সংলগ্ন এলাকায় নজিরবিহীন নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে ওই এলাকায় ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতার ১৬৩ ধারা জারি করা হয়। বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেটের নেতৃত্বে বিপুল সংখ্যক পুলিশকর্মী, র‍্যাপিড অ্যাকশন ফোর্স (র্যাফ) এবং কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়। পাশাপাশি রাখা হয় জলকামান এবং অতিরিক্ত দাঙ্গা নিয়ন্ত্রণ সরঞ্জাম। গোটা এলাকায় পুলিশি টহল জোরদার করা হয় যাতে কোনওরকম জমায়েত বা অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি না হয়। বিমানবন্দরের স্বাভাবিক পরিষেবা এবং যাত্রীদের যাতায়াত যাতে কোনওভাবে ব্যাহত না হয়, সেদিকেও প্রশাসনের বিশেষ নজর ছিল। প্রশাসনিক সূত্রে জানা যায়, বিমানবন্দরের নিরাপত্তা এবং জনস্বার্থের বিষয়টি মাথায় রেখেই এই কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। কারণ, পূর্বঘোষিত কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে বিপুল সংখ্যক মানুষের জমায়েত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। সেই পরিস্থিতিতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষার স্বার্থে আগে থেকেই সতর্ক অবস্থান নেয় পুলিশ। সকাল থেকে বিমানবন্দরের প্রবেশপথ এবং আশপাশের এলাকায় কড়া নজরদারি চালানো হয়। কোনও ধরনের উত্তেজনা বা বিশৃঙ্খলা যাতে না ছড়ায়, তার জন্য প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন রাখা হয়। বিমানবন্দরের ভিতরে অবস্থিত প্রায় ১৩৬ বছরের পুরনো গৌরীপুর জামে মসজিদ, যা স্থানীয়ভাবে ‘ মসজিদ’ নামে পরিচিত, দীর্ঘদিন ধরেই স্থানান্তর নিয়ে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে। বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের দাবি, দ্বিতীয় রানওয়ের একেবারে কাছাকাছি অবস্থান করায় এই মসজিদ বিমান পরিচালনার ক্ষেত্রে একাধিক প্রযুক্তিগত ও নিরাপত্তাজনিত সমস্যার সৃষ্টি করছে। বর্তমানে দমদম বিমানবন্দরে দুটি রানওয়ে রয়েছে। প্রধান রানওয়েটি দিয়ে অধিকাংশ বিমান ওঠানামা করলেও, সেটি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সাময়িকভাবে বন্ধ থাকলে দ্বিতীয় রানওয়েটির ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। কিন্তু ওই রানওয়ের সংলগ্ন এলাকায় মসজিদের অবস্থানের কারণে বড় আকারের বিমান পরিচালনায় নানা সীমাবদ্ধতার মুখে প।তে হয় বলে বিশেষজ্ঞদের একাংশের মত। এছাড়া দ্বিতীয় রানওয়ের সম্প্রসারণের পরিকল্পনাও দীর্ঘদিন ধরে আটকে রয়েছে। বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের মতে, ভবিষ্যতে বিমান পরিষেবার পরিধি বাড়াতে এবং নিরাপদ উ।ান নিশ্চিত করতে রানওয়ের সম্প্রসারণ প্রয়োজন। সেই কারণেই মসজিদ স্থানান্তরের বিষয়টি নিয়ে বহু বছর ধরে বিভিন্ন স্তরে আলোচনা চলেছে। তবে এতদিন কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হয়নি। সম্প্রতি মসজিদে প্রবেশের জন্য বিমানবন্দরের ভিতর দিয়ে দেওয়া এট্রি পাস বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি মসজিদের ভিতরে নিয়মিত নমাজ আদায়ও স্থগিত রাখা হয়েছে। এই সিদ্ধান্তের পর থেকেই বিষয়টি নিয়ে বিভিন্ন মহলে আলোচনা শুরু হয়। এই পরিস্থিতিতেই শুক্রবার ওই মসজিদে নমাজ আদায়ের ডাক দিয়েছিলেন সিদিকুল্লা চৌধুরী। তাঁর ঘোষিত কর্মসূচিকে ঘিরে প্রশাসন আগেভাগেই প্রস্তুতি নেয়। তবে বিমানবন্দর এলাকায় পৌঁছে পুলিশ আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠকের পর তিনি কর্মসূচি স্থগিত করার সিদ্ধান্ত জানান। তাঁর এই পদক্ষেপের ফলে সম্ভাব্য উত্তেজনা এড়ানো সম্ভব হয়েছে বলে প্রশাসনিক মহলের অভিমত। যদিও ভবিষ্যতে মসজিদ স্থানান্তর এবং ধর্মীয় কার্যকলাপের বিষয়ে কী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে, তা এখনও স্পষ্ট নয়।এদিকে বাঁকড়া মসজিদকে ঘিরে পরিস্থিতির উপর প্রশাসন নিবি। নজরদারি চালিয়ে যাচ্ছে।

ভিসার মেয়াদ শেষেও পাঁচ বছর কলকাতায়!

ভুয়ো আধার-লাইসেন্সে ব্যবসা, ভবানীপুর থেকে গ্রেপ্তার আফগান যুবক

নিস্বি সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৭ জুলাই ঃ ভিসার মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে কলকাতায় অবৈধভাবে বসবাসের অভিযোগে এক আফগান যুবককে গ্রেপ্তার করেছে কলকাতা পুলিশ। তদন্তে উঠে এসেছে, শুধু অবৈধভাবে থাকাই নয়, ভুয়ো পরিচয়পত্র তৈরি করে তিনি শহরে ব্যবসাও চালিয়ে যাচ্ছিলেন। ঘটনাকে কেঃদ্র করে শহরের নিরাপত্তা এবং বিদেশি নাগরিকদের নথি যাচাই নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে। পুলিশ এখন খতিয়ে দেখছে, একই কায়দায় আরও কোনও আফগান নাগরিক বা বিদেশি কলকাতায় বসবাস করছেন কি না। ধৃতের নাম জামিল খান। কলকাতা পুলিশের তথ্য অনুযায়ী, দক্ষিণ কলকাতার ভবানীপুর এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তিন মাসের বৈধ ভিসা নিয়ে ভারতে আসেন জামিল। সেই হিসেবে তাঁর ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে যায় ২০২১ সালের মে মাসেই। কিন্তু নির্ধারিত সময়ের পর তিনি আর আফগানিস্তানে ফিরে যাননি। অভিযোগ, এরপর তিনি কলকাতাতেই বৈধভাবে বসবাসকারী কয়েকজন আফগান নাগরিকের সঙ্গে থেকে অবৈধভাবে জীবনযাপন শুরু করেন। তদন্তকারীদের দাবি, দেশে অবৈধভাবে থাকার বিষয়টি গোপন রাখতেই তিনি জাল পরিচয়পত্র তৈরির পথ বেছে নেন। অভিযোগ অনুযায়ী, ভুয়ো অভিভাবকের পরিচয় ব্যবহার করে একটি আধার কার্ড তৈরি করা হয়। পরে সেই আধার কার্ডের ভিত্তিতেই একটি ড্রাইভিং লাইসেন্সও সংগ্রহ করেন তিনি। অথচ তাঁর কাছে আফগানিস্তানের বৈধ পাসপোর্ট ছিল বলেই পুলিশ জানতে পেরেছে। সেই নথি থাকা সত্ত্বেও তিনি ভিসার মেয়াদ শেষ হওয়ার পর ভারতে থেকে যান এবং দীর্ঘদিন ধরে ব্যবসাও পরিচালনা করছিলেন বলে অভিযোগ। সম্প্রতি বিদেশি নাগরিকদের পাসপোর্ট ও ভিসা সংক্রান্ত নথি যাচাইয়ের সময় কলকাতা পুলিশের সিকিউরিটি কন্ট্রোল অর্গানাইজেশনের (এসসিও) নজরে আসে জামিল খানের তথ্য। সন্দেহজনক নথির সূত্র ধরে তদন্ত শুরু করেন আধিকারিকরা। পরে তাঁকে তলব করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। জেরায় এবং নথি যাচাইয়ে ভিসার মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও দীর্ঘদিন ভারতে থাকার প্রমাণ মেলায় তাঁর বিরুদ্ধে ভবানীপুর থানায় মামলা দায়ের করা হয়। এরপরই ভবানীপুর থানার পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে। পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃতকে জেরা করে জানা হচ্ছে, কীভাবে তিনি ভুয়ো পরিচয়পত্র সংগ্রহ করেছিলেন, এই কাজে অন্য কারও সাহায্য ছিল কি না এবং কোনও জাল নথি তৈরির চক্রের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ রয়েছে কি না। পাশাপাশি, একই ধরনের পদ্ধতিতে আরও কোনও বিদেশি নাগরিক কলকাতায় বা রাজ্যের অন্যত্র বসবাস করছেন কি না, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। উল্লেখ্য, অবৈধ অনুপ্রবেশ এবং বিদেশি নাগরিকদের বেআইনি বসবাসের বিরুদ্ধে সম্প্রতি কড়া অবস্থান নিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ প্রশাসন। বিভিন্ন জেলায় একাধিক বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং আইনানুগ প্রক্রিয়া মেনে তাঁদের নিজ দেশে ফেরত পাঠানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সেই আবহেই আফগান নাগরিককে ঘিরে এই ঘটনা নিরাপত্তা সংস্থাগুলির কাছে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। তদন্তের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এই ঘটনার আরও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সামনে আসতে পারে বলে মনে করছেন তদন্তকারীরা।

বিজেপিতে যোগ প্রসঙ্গে কোয়েলকে নিয়ে জল্পনা তুঙ্গে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৭ জুলাই ঃ রাজ্যের রাজনৈতিক অঙ্গনে দলবদলের জল্পনা যেন থামছেই না। বিধানসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর থেকেই তৃণমূল কংগ্রেসে একের পর এক নেতা ও জনপ্রতিনিধির পদত্যাগ এবং দলত্যাগ ঘিরে রাজনৈতিক মহলে তীব্র চর্চা শুরু হয়েছে। সেই আবহেই আলোচনার কেন্দ্রে উঠে এসেছেন অভিনেত্রী তথা সদ্য পদত্যাগী রাজ্যসভার সাংসদ কোয়েল মল্লিক। তিনি রাজ্যসভার সদস্যপদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার পর কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপির সর্বভারতীয় পর্যবেক্ষক ভূপেন্দ্র যাদবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। রাজনৈতিক মহলে জল্পনা শুরু হয়েছে, কোয়েল মল্লিক কি এবার বিজেপির সমর্থনে পুনরায় রাজ্যসভায় যেতে পারেন? শুক্রবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিষয়টি নিয়ে প্রতিক্রিয়া দেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। কোয়েল মল্লিককে বিজেপি রাজ্যসভায় পাঠাতে পারে কি না, সেই প্রশ্নের উত্তরে তিনি সরাসরি কোনও মন্তব্য না করলেও তাঁর বক্তব্য রাজনৈতিক মহলে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

পঞ্জাব নৈশনল বৈঁক
punjab national bank
(Govt. of India Undertaking)

এআরএমবি (ARMB), মুম্বাই সিটি
৬ষ্ঠ তলা, ইউনাইটেড ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া টাওয়ার, স্যার পি এম রোড, ফোর্ট, মুম্বাই-৪০০০০১ ই-মেইলঃ cs6041@pnb.bank.in

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২’ এবং এর সাথে পঠিত ’সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২’-এর বিধি ৮(৬)-এর শর্তাংশ অনুযায়ী অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা ও জামিনদারদের জানানো যাচ্ছে যে, নিচে বর্ণিত অস্থাবর সম্পত্তি-যা সুরক্ষিত পাওনাদারের (Secured Creditor) নিকট বন্ধকচার্জকৃত এবং যার গঠনমূলক প্রতীকী বাস্তব দখল ইতিমধ্যে ব্যাংকসুরক্ষিত পাওনাদারের অনুমোদিত কর্মকর্তা গ্রহণ করেছেন-তা সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা ও জামিনদারদের নিকট থেকে ব্যাংকসুরক্ষিত পাওনাদারের পাওনা আদায়ের লক্ষ্যে বিক্রি করা হবে। এই বিক্রয় কার্যক্রম ’যে অবস্থায় আছে, যেখানে আছে’ (As is where is), ’যে অবস্থায় আছে’ (As is what is) এবং ’যা কিছু আছে’ (Whatever there is)-এই শর্তে পরিচালিত হবে এবং বিক্রয়ের তারিখ নিচে প্রদত্ত সারণিতে উল্লেখ করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির বিপরীতে সংরক্ষিত মূল্য (reserve price) এবং জামানতের অর্থ (earnest money deposit)-এর পরিমাণও নিচে প্রদত্ত সারণিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

সুরক্ষিত সম্পদসমূহের তালিকা

ঋণগ্রহীতার নাম,(ফার্মকোম্পানি) সহ-ঋণগ্রহীতা স্বত্বাধিকারী অংশীদারগণ পরিচালকবৃন্দ / জামিনদার(এস) / বন্ধকদাতা(এস)	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণবন্ধক রাখা সম্পত্তি/ মালিকের নাম(সম্পত্তির বন্ধকদাতা)	ক) SARFAESI আইন, ২০০২-এর ধারা ১৩(২)-এর অধীনে দাবিনামা (Demand Notice)-র তারিখ খ) ধারা ১৩(২) অনুযায়ী বকেয়া অর্থের পরিমাণ সুদ ও অন্যান্য খরচ গ) SARFAESI আইন, ২০০২-এর ধারা ১৩(৪)-এর অধীনে দখল গ্রহণের তারিখ ঘ) দখলের ধরনঃ প্রতীকী (Symbolic) সশরীরে (Physical) গঠনমূলক (Constructive)	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) এএমডি (এএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ) গ) বিড বৃদ্ধির পরিমাণ	ই-নিলামের তারিখ / সময়	সুরক্ষিত পাওনাদারদের জানা দায়ভারের বিবরণ	সম্পত্তির আইডি বা কোড
ARMB,মুম্বাই সিটি মি.রাজেশ চক্রবর্তী	১ম তলা, মেট্রোপলিটন হাউজিং সোসাইটিলিমিটেড, ক্যানেল সাউথ রোড, সেক্টর ’বি মৌজা- ধাপ্পা, প্লট নং- এ / পি, ১৪৭/ বি,জে.এল. নং- ২, তৌজি নং- ১৭৩, কলকাতা পৌরসংস্থার অন্তর্গত, জেলা- দক্ষিণ ২৪পরগনা, থানা- যাদবপুর (বর্তমানে তিলজলা),পশ্চিমবঙ্গ- ৭০০১০৫ (আবাসিক ফ্ল্যাটটিপুরো ১ম তলা জুড়ে অবস্থিত, যার’সুপার বিল্ট-আপ’ আয়তন ১৩২০ বর্গফুট এবং এর সাথে ৫৩ বর্গফুটের একটি আচ্ছাদিত বারান্দা রয়েছে এছাড়া নিচতলায় ১৩৫বর্গফুটের একটি আচ্ছাদিত গাড়ি পার্কিংয়ের জায়গা রয়েছে-সব মিলিয়ে এটি একটিজি ২ (নিচতলাসহ তিন তলা) বিশিষ্টআবাসিক অ্যাপার্টমেন্টের অংশ)।	ক) ০১.০৭.২০২৫ খ) ৮৯,৪৪,২২৪.৪৫ টাকা (৩১.১০.২০২৫ তারিখ পর্যন্ত) অতিরিক্ত সুদ ও অন্যান্য খরচ গ) ২১.১১.২০২৫ ঘ) প্রতীকী	ক) ১,০১,২৯,০০০ টাকা খ) ১০,১২,৯০০ টাকা ০৪.০৮.২০২৬ (সকাল১১.০০টা পর্যন্ত) গ) ২৫,০০০.০০ টাকা	০৪.০৮.২০২৬ সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৪.০০টা পর্যন্ত	অজানা	

ই-নিলামে বিক্রয়ের শর্তাবলি

১. এই বিক্রয় প্রক্রিয়াটি ’সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২’-এ নির্ধারিত শর্তাবলী এবং নিম্নলিখিত অতিরিক্ত শর্তাবলীর সাপেক্ষে সম্পন্ন হবে।
২. সম্পত্তিগুলো যেমন আছে, যেখানে আছে (as is where is), যেমন আছে (as is what is) এবং যা আছে তাই (whatever there is)-এই ভিত্তিতে বিক্রি করা হচ্ছে।
৩. উপরে উল্লিখিত তফসিলে (Schedule) বর্ণিত সুরক্ষিত সম্পদগুলোর (Secured Assets) বিবরণ অনুমোদিত কর্মকর্তার (Authorized Officer) কাছে থাকা তথ্যের ভিত্তিতে প্রদান করা হয়েছে তবে এই ঘোষণায় কোনো ভুল, ভুল বিবৃতি বা বাদ প।ড়ার ঘটনার জন্য অনুমোদিত কর্মকর্তা দায়ী থাকবেন না।
৪. উপরে উল্লিখিত পদ্ধতি অনুযায়ী, নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক https:baanknet.com ওয়েবসাইটে প্রদত্ত ই-নিলাম (e-auction) প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে এই বিক্রয় কার্যক্রম পরিচালিত হবে।
৫. বিক্রয় সংক্রান্ত বিস্তারিত শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে www.baanknet.com এবং www.pnbindia.in ওয়েবসাইটগুলো দেখুন।
৬. যোগাযোগের জন্য ব্যক্তিগণঃ শ্রী সুশীল কুমার - ৮৪২০১৯৪৬৭৪, শ্রী পবন গুদাধে - মোবাইল ৯৪২৩৭৪৩১১০, জনাব কাশিফ জুবায়ের - মোবাইল ৮৪২১৯৮১৭৩৩, জনাব রিজভান আলী - মোবাইল ৭৭৬৮৯৪১২৫৬।
৭. উপরে উল্লিখিত কোনো সম্পত্তির (IP) জন্য দরদাতাকে নির্ধারিত সংরক্ষিত মূল্যের (Fixed Reserve Price) ওপর ন্যূনতম বর্ধিত পরিমাণ (incremental amount) যোগ করে দর প্রস্তাব করতে হবে। দ্রষ্টব্যঃ কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার বা কোনো বিধিবদ্ধ সংস্থার (statutory body) যেকোনো বিধিবদ্ধ বকেয়া বা পাওনা সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির (IP) ক্রেতাকে পরিশোধ করতে হবে। ব্যাংক কোনো প্রকার বকেয়া-তা অতীত, বর্তমান বা ভবিষ্যৎ-বহন করবে না।

তারিখ ঃ ১৮.০৭.২০২৬
স্থানঃ মুম্বাই

স্বাক্ষর-
অনুমোদিত কর্মকর্তা, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক

শ্রী তুলসী অনলাইন ডট কম লিমিটেড
CIN:L99999WB1982PLC035576
রেজিড. অফিসঃ ৪, নেতাজি সুভাষ রোড, ১ম তলা, কলকাতা - ৭০০ ০০১
ইমেইলঃ investors@shreetulsionline.com, **ওয়েবসাইটঃ** www.shreetulsionline.com
টেলিফোনঃ ০৩৩-২২৬২৪৭১৭

গণবিজ্ঞপ্তিঃ৪৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম)

শ্রী তুলসী অনলাইন ডট কম লিমিটেড-এর ৪৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) ২০২৬ সালের ২৪ আগস্ট, সোমবার বিকেল ৩.৩০-এ (আইএসটি) ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি) বা অন্যান্য অডিও-ভিজ্যুয়াল মাধ্যমের (ওএভিএম) সাহায্যে অনুষ্ঠিত হবে। কোম্পানি আইন, ২০১৩ এবং সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্ট স) রেগুলেশন, ২০১৫-এর প্রযোজ্য বিধান এবং এমসিএ (MCA)-এর ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখের সাধারণ বিজ্ঞপ্তি নং ৯২০২৪ ও ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখের সাধারণ বিজ্ঞপ্তি নং ০৩২০২৫ (যাকে একত্রে এমসিএ বিজ্ঞপ্তি বলা হয়েছে) এবং সেবি বিজ্ঞপ্তি নং SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/CIR/2024/133 (তারিখ ৩ অক্টোবর, ২০২৪)-এর আলোকে ৪৪তম এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বিষয়াবলি বা কার্যসূচি সম্পন্ন করা হবে।
উল্লিখিত বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি এবং ২০২২৫-২০২৬ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন শুধুমাত্র সেইসব সদস্যের কাছে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে পাঠানো হবে যাদের ই-মেইল আইডি ইতিমধ্যে কোম্পানি বা ডিপোজিটরির কাছে নিবন্ধিত রয়েছে।পূর্ববর্তী অনুশীলনের মতোই কোম্পানি তার সকল সদস্যের জন্য ই-ভোটিং এবং রিমোট ই-ভোটিং-এর সুবিধাও প্রদান করছে।সদস্যরা শুধুমাত্র ভিসি (VC) বা ওএভিএম (OAVM)-এর মাধ্যমে এজিএম-এ উপস্থিত থাকতে এবং অংশগ্রহণ করতে পারবেন। এজিএম-এ যোগদানের নির্দেশাবলি এবং রিমোট ই-ভোটিং বা এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিং ব্যবস্থার মাধ্যমে ভোট প্রদানের পদ্ধতি এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে। যদি আপনার ই-মেইল আইডি ইতিমধ্যে কোম্পানি বা ডিপোজিটরির কাছে নিবন্ধিত থাকে, তবে এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি, ২০২২৫-২০২৬ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন এবং ই-ভোটিং-এর জন্য লগ-ইন সংক্রান্ত তথ্য আপনার নিবন্ধিত ই-মেইল ঠিকানায় পাঠানো হবে। আপনি যদি কোম্পানি বা ডিপোজিটরির কাছে আপনার ইমেল আইডি নিবন্ধন না করে থাকেন, তবে ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন এবং ই-ভোটিং-এর লগইন সংক্রান্ত তথ্য পাওয়ার জন্য আপনার ইমেল আইডি নিবন্ধন করতে অনুগ্রহ করে নিচের নির্দেশাবলী অনুসরণ করুন।

ভৌত ধারণ	ইমেল ঠিকানা নিবন্ধনের জন্য কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং ট্রান্সফার এজেন্ট -মেসার্স অ্যাড্রয়েট কর্পোরেট সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড (Ms. Adroit Corporate Services Private Limited)-এর কাছে info@adroit-corporate.com ঠিকানায় একটি অনুরোধ পাঠান। অনুরোধের সাথে ফোলিও নম্বর, শেয়ারহোল্ডারের নাম, শেয়ার সার্টিফিকেটের স্ক্যান করা কপি (সামনের ও পেছনের অংশ), প্যান (PAN) কার্ডের স্ক্যান করা কপি (স্ব-প্রত্যয়িত) এবং আধার (Aadhaar) কার্ডের স্ক্যান করা কপি (স্ব-প্রত্যয়িত) প্রদান করুন। অনুগ্রহ করে ১৭ আগস্ট, ২০২৬ (সোমবার) বা তার আগেই এই তথ্য হালনাগাদ করুন।
ডিম্যাট হোল্ডিং	অনুগ্রহ করে আপনার ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্ট (DP)-এর সাথে যোগাযোগ করুন এবং তাদের নির্দেশিত পদ্ধতি অনুযায়ী আপনার ইমেল ঠিকানাটি নিবন্ধন করুন।অনুগ্রহ করে ১৭ই আগস্ট, ২০২৬ (সোমবার) বা তার আগেই এই তথ্যটি হালনাগাদ করুন।

২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের জন্য এজিএম (AGM)-এর বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইট www.shreetulsionline.com-এ পাওয়া যাবে। এছাড়া, যেসব স্টক এক্সচেঞ্জে কোম্পানির সিকিউরিটিজ তালিকাভুক্ত রয়েছে-অর্থাৎ ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড (www.cse-india.com) এবং মেট্রোপলিটন স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড (www.msei.in)-সেগুলোর ওয়েবসাইটেও এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিটি পাওয়া যাবে।কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ১০৩ ধারা অনুযায়ী ’কোরাম’ (Quorum) গঠনের ক্ষেত্রে ভিসি (VC)ওএভিএম (OAVM)-এর মাধ্যমে সভায় অংশগ্রহণকারী সদস্যদের গণনা করা হবে।
৩০ জানয়ারি, ২০২৬ তারিখের সেবি (SEBI) সার্কুলার নং HO/38/13/11 (2)2026-MIRSD-POD/I/3750/2026-এর পরিপ্রেক্ষিতে, একটি ’বিশেষ উইন্ডো’ (Special Window) পুনরায় চালু করা হয়েছে। এই ব্যবস্থাটি ৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ থেকে ৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৭ পর্যন্ত-অর্থাৎ ১ (এক) বছরের জন্য কার্যকর থাকবে। এর উদ্দেশ্য হলো ১ এপ্রিল, ২০১৯-এর আগে কেনা-বেচা হওয়া ফিজিক্যাল সিকিউরিটিজ (কাগজের শেয়ার)-এর হস্তান্তর এবং ডিম্যাটেরিয়ালাইজেশন প্রক্রিয়া সহজতর করা। যেসব সিকিউরিটিজ সংক্রান্ত আবেদনপত্র বা নথিপত্র আগে কোনো ত্রুটি, প্রক্রিয়াগত সমস্যা বা অন্য কোনো কারণে প্রত্যাখ্যাত বা ফেরত পাঠানো হয়েছিল কিংবা যার ওপর কোনো পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভব হয়নি, সেগুলোর ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট নথিপত্র ও মূল শেয়ার সার্টিফিকেটসহ আবেদন করা যাবে। আবেদনপত্র ও নথিপত্র কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (RTA)-এর কাছে পাঠাতে হবে। ত্তুম্বক-এর বিবরণঃ Ms. Adroit Corporate Services Pvt. Ltd.। ঠিকানাঃ ১৯-২০, জাফরভয় ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট, মাকওয়ানা রোড, মারোল নাকা, আন্ধেরি (পূর্ব), মুম্বাই - ৪০০ ০৫৯। ফোনঃ (০২২) ৪২২৭০৪০০। ইমেলঃ info@adroitcorporate.com ওয়েবসাইট ঃ www.adroitcorporate.com এছাড়া, প্রক্রিয়াকরণের জন্য কোম্পানিকে investors@shree-tulsionline.com ঠিকানায় ইমেল করেও যোগাযোগ করা যেতে পারে।
শেয়ারহোল্ডারদের অনুরোধ করা হচ্ছে যে, জমা দেওয়ার আগে তাঁরা যেন কোম্পানির ওয়েবসাইটে উপলব্ধ উল্লিখিত সার্কুলারটি দেখে নেন।

শ্রী তুলসী অনলাইন ডট কম লিমিটেড-এর পক্ষে
বিনোদ কুমার বোথরা
ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও
DIN 00780848

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ১৭০৭২০২৬

ফর্ম নং আইএনসি-২৬
কোম্পানি (নিগমন) বিধিমালা ২০১৪-এর ৩০ নং বিধি অনুসারেকোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয় এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে পরিবর্তনের জন্য সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করতে হবে।
কেন্দ্রীয় সরকারের (আঞ্চলিক পরিচালক, পূর্বাঞ্চল) কাছে।
কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১৩-এর উপ-ধারা (৪) এবং কোম্পানি (নিবন্ধীকরণ) বিধিমালা, ২০১৪-এর বিধি ৩০-এর উপ-বিধি (৫)-এর দফা (ক)-এর বিষয়ে
এবং
সেভা ফ্রেইট ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড-এর বিষয়ে, যার নিবন্ধিত কার্যালয়-৭, কিড স্ট্রিট, কানকারিয়া কোর্ট, ৫ম তল, কলকাতা - ৭০০ ০১৬, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত-এ অবস্থিত।
(আবেদনকারী)
এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাচ্ছে যে, কোম্পানিটি ‘কোম্পানি আইন, ২০১৩’-এর ১৩ নম্বর ধারার অধীনে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন করার প্রস্তাব করছে। এই আবেদনের উদ্দেশ্য হলো- কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয় **‘পশ্চিমবঙ্গ’ থেকে ‘মহারাষ্ট্র রাজ্যে’** স্থানান্তরের লক্ষ্যে ‘মেমোরেন্ডাম অফ অ্যাসোসিয়েশন’ (Memorandum of Association)-এ যে সংশোধনী আনার সিদ্ধান্ত ৪ঠা জুন ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত ‘এক্সট্রা-অর্ডিনারি জেনারেল মিটিং’-এ গৃহীত বিশেষ প্রস্তাবের মাধ্যমে নেওয়া হয়েছিল, তার অনুমোদন বা নিশ্চিতকরণ লাভ করা।
কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয় স্থানান্তরের প্রস্তাবিত পরিবর্তনের ফলে কোনো ব্যক্তির স্বার্থ প্রভাবিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে, তিনি এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে চৌদ্দ দিনের মধ্যে তাঁর স্বার্থের প্রকৃতি ও বিরোধিতার কারণ উল্লেখ করে হলফনামা-সহ তাঁর আপত্তি জানাতে পারেন। এই আপত্তি MCA-21 পোর্টালে (www.mca.gov.in) ’বিনিয়োগকারীর অভিযোগ ফর্ম’ (investor complaint form) জমা দেওয়ার মাধ্যমে অথবা রেজিস্টার্ড ডাকযোগে ’আঞ্চলিক অধিকর্তা’ (Regional Director)-র কাছে পাঠানো যেতে পারে। আপত্তি জানানোর ঠিকানাটি হলোঃ Regional Director, Corporate Bhawan, 6th Floor, Plot No. III-F16, AA-IIIF, Rajarhat, New Town, Akandakeshari, Kolkata - 700 135। একই সাথে, আবেদনকারী কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয়েও (উপরে উল্লিখিত ঠিকানায়) আপত্তির একটি প্রতিলিপি পাঠাতে হবে।
৭, কিড স্ট্রিট, কানকারিয়া কোর্ট, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০ ০১৬, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত অথবা নিচে উল্লিখিত ই-মেইল ঠিকানার মাধ্যমে-
Maya.Rajagopal@cevalogistics.com
Gaurav.Chaudhary@cevalogistics.com

আবেদনকারীর পক্ষে ও হয়ে
স্বাক্ষর-
দিব্যা জেমস
পরিচালক
DIN:10462092

তারিখঃ ১৮ জুলাই ২০২৬
স্থানঃ কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ